দৈনিক বাংলা ০২

26.SEP.1990

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্যাম্পাসে প্রচন্ড গোলাগুলিঃ ২টি হলে তল্লাশী ঃ ইলিয়াসসহ আটক ৩

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হলে পুলিশ গতকাল ঝটিকা অভিযান চালিয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা ইলিয়াস আলীসহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে মুহসীন হল ছাত্র সংসদের জিএস সাইদও রয়েছেন, পুলিশ এই দু'টি হল থেকে বেশ কিছু অস্ত্র এবং গোলা-বারুদও উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, এর আগে গত সোম-বার রাতে এবং মঙ্গলবার ভোরে ক্যাম্পাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের 'অভি' ও 'ইলিয়াস' গ্রুপের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি হয়। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সোমবার রাত সাড়ে এগারটায় ছাত্রদলের দু'গ্রুপের সশস্ত্র সংঘর্ষে সূর্যসেন হলের সামনে কালুফা নামে একজন দোকানদার গুলিবিদ্ধ হয়। তার পায়ে গুলি লাগে। আহত অবস্থায় রাতেই তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার ভোরে ক্যাম্পাস আবার গুলি ও বোমার শব্দে প্রকম্পিত

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে প্রচন্ড

(প্রথম পৃঃ পর)

হয়ে ওঠে। সূর্যসেন হল ও জসীমউদ্দীন হলে অবস্থানরত দু'গ্রুপ অস্ত্রধারীর মধ্যে বন্দুক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দু পক্ষের মধ্যে প্রায় শতাধিক রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়। হল গুলিতে, আতঙ্কিত ছাত্ররা এসময় রুমের মেঝেতে শুয়ে পড়ে। সকাল ছয়টা পর্যন্ত গোলাগুলি অব্যাহত থাকে।

পুলিশ গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জসীমউদ্দীন হল ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হলে ঝটিকা অভিযান চালায়। কয়েকশ পুলিশ দুপুর আড়াইটা থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত তিনঘন্টাব্যাপী এই অভিযানে অংশ নেয়। জসীমউদ্দীন হলের চারপাশে, কাঁটাবন মোড়ে, পাবলিক লাইব্রেরীর ভেতরে এবং আর্ট ইনষ্টিটিউটের দিকেও পুলিশ মোতায়েন করা হয় যাতে কেউ পালাতে না পারে। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অস্ত্রধারীরা অস্ত্রশস্ত্র ফেলে পালাতে শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন ছাত্র জানান, এসময় জসীমউদ্দীন হলের পাশের পুকুরে অনেক অস্ত্র ফেলে দেয়া হয়। একজন অস্ত্রধারীকে এসময় অস্ত্র হাতে পুকুর সাঁতরে পালাতে দেখা যায়। ছাত্রদল নেতা ইলিয়াস আলী জসীমউদ্দীন হল থেকে পালিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান হলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুলিশ তাঁকে এ হলের ৫১৩ নম্বর রুম থেকে গ্রেফতার করে। মুহসীন হল ছাত্র সংসদের জি এস সাইদুর রহমান সাইদ এবং বনি ওরফে তরিকুল ইসলাম নামে আরেকজন ছাত্রদল কর্মীকেও পুলিশ এই হল থেকে গ্রেফতার করে।

জসীমউদ্দীন হলে তল্লাশী চালিয়ে পুলিশ একটি ব্যারেল বিহীন নতুন একনলা বন্দুক এবং ২৫ রাউন্ড গুলী উদ্ধার করে।

পুলিশ জানিয়েছেঃ গ্রেফতারকৃত মুহসীন হল ছাত্র সংসদের জিএস সাইদ চুন্নু হত্যা মামলার অন্যতম আসামী। জহরুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি চুন্নু এ বছরের ২৫শে ফেব্রুয়ারী গুলীতে নিহত হন। ইলিয়াস আলীকে ক্যাম্পাসের একজন অন্যতম সন্ত্রাসী হিসাবে উল্লেখ করে পুলিশ জানিয়েছে, ইলিয়াস আলী এবং গ্রেফ-তারকৃত অপর ছাত্রনেতা বনি ১৬ই সেপ্টেম্বর কুয়েত মৈত্রী হলের সামনে গোলাগুলির ঘটনার অন্যতম আসামী। ঐ ঘটনায় শহীদুল্লাহ হলের ভিপি খোকন এবং ছাত্রদল নেতা মাসুদ গুলিবিদ্ধ হন।

পুলিশী তল্লাশীর পরও ক্যাম্পাসে তখনও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে নি। অন্য কয়েকটি হলে অস্ত্রধারীরা এখনো অবস্থান করছে বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। চাত্ররা ব্যাপক হারে হল ছেড়ে বাসায় চলে যেতে শুরু করেছে। পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে।

গোলাগুলি ঃ ২টি হলে

আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমিতির এক সভায় এ আহবান জানানো হয়।

সভায় বলা হয়, ক্যাম্পাস এলাকায় সন্ত্রাসী তৎপরতা এখন এক বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়েছে এবং শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে।

ডাকসু

ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান এবং জিএস খায়রুল কবীর খোকন এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরা-জমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। অবিলম্বে এই অবস্থা নিরসনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।

ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সং-সদের আহবায়ক আমান উল্লাহ আমান এক বিবৃতিতে গতকাল ছাত্রদলের ৪ জন নিরীহ নেতা কর্মীকে গ্রেফতারের নিন্দা এবং অবিলম্বে তাদের মুক্তি দাবী করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেন, ক্যাম্পাস থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গ্রেফ-তারের জন্য যখন ছাত্রদল আহবান জানা-চ্ছে, তখন ছাত্রদলের নির্বাচিত কর্ম-কর্তাসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে ছাত্র সমাজের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চলছে।

জনাব আমান অবিলম্বে হলে হলে অবস্থানকারী বহিরাগতদের গ্রেফতারের আহবান জানান। খবর বিজ্ঞপ্তির।

ছাত্রলীগের মিছিল

ছাত্রলীগ (হা-অ) এবং ছাত্রলীগ (না-শ) সন্ত্রাস বন্ধের দাবীতে গতকাল ক্যা-ম্পাসে পৃথক পৃথক বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন এবং বাং-লাদেশ ছাত্র কেন্দ্র পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

গভীর রাতের খবর

গতরাতে পুলিশ মহসিন হলে পুনরায় তল্লাশী চালায়। রাত সোয়া বারটায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তল্লাশী অভিযান চলছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং ক্যাম্পাসের সকলের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে পুলিশের তৎপরতা আরও জোরদার করার আহবান জানিয়েছে।

গতকাল বিকালে ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম মনিরুজ্জামান মিঞার সভা-পতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় এই আহবান জানানো হয়।

সভায় ভাইস চ্যান্সেলর ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সম্পর্কে সিন্ডিকেট সদস্যদের অবহিত করেন। তিনি সিন্ডিকেট সদস্যদের জানান যে, ক্যাম্পাসে প্রতিদিনই গোলা-গুলি হচ্ছে এবং আবাসিক হলে অস্ত্রশস্ত্র এবং বহিরাগতরা রয়েছে। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের আনাগোনা বন্ধ করা এবং ক্যাম্পাসের যে কোন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র থাকুক না কেন তা উদ্ধার করার জন্য সভায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানানো হয়।

শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ক্যাম্পাস থেকে অস্ত্রধারীদের গ্রেফতার করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে।

গত সোমবার প্রফেসর শহীদউদ্দীন